যুগান্তর

তারিখ ... 08 MAY 2008 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

চবি'র ১৩ বিভাগে শ্রেণীকক্ষ সংকট : শিক্ষার্থীরা বারান্দায়

সুদীপ্ত শর্মা, *চবি প্রতিনিধি*

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক-তৃতীয়াংশ বিভাগে তীব্র শ্রেণীকক্ষ সংকট বিরাজ করছে। চাহিদার তুলনায় কমসংখ্যক শ্রেণীকক্ষ নিয়ে কোনমতে চলছে এসব বিভাগের একাডেমিক কার্যক্রম। বসার জায়গা না পেয়ে এসব বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস চলাকালে প্রায়ই বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। শ্রেণীকক্ষ সংকটের কারণে একাডেমিক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং সেশনজট বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-শিক্ষকরা জানিয়েছেন। তারা জানান, দীর্ঘদিন ধরে এ সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়ে এলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কোন পদক্ষেপ নেই। শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এ সমস্যা ক্রমে তীব্রতর হচ্ছে।

জানা যায়, চবির ৩৭টি বিভাগ ও ইন্সটিটিউটের মধ্যে বর্তমানে ১৩টি বিভাগেই পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ নেই। যে কক্ষগুলো রয়েছে সেগুলোতেও পর্যাপ্ত বেঞ্চের অভাবে ছাত্রছাত্রীদের গাদাগাদি করে বসতে হয়। কলা, জীববিজ্ঞান ও বিজ্ঞান অনুষদেই

সংকট : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

সংকট : চবির

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শ্রেণীকক্ষ সংকট সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করেছে। জোড়াতালি দিয়ে ক্লাস নেয়া হলেও মূল সমস্যাটি বাধে পরীক্ষার সময়। কোন বর্ষের পরীক্ষা চললে অনেক বিভাগেই অন্য বর্ষের ক্লাস নেয়া সম্ভব হয় না।

চবি কলা অনুষদের ১০টি বিভাগের মধ্যে চারটিতেই এখন শ্রেণীকক্ষ সংকট বিরাজ করছে। পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষের দাবিতে বিভিন্ন সময় আন্দোলন করলেও প্রশাসন তা নিরসনে কার্যকর কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। গত মাসে প্রাচ্যভাষা বিভাগের বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা শ্রেণীকক্ষের দাবিতে বিভাগের সব কক্ষে তালা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। বর্তমানে বিভাগটির ১৭টি ব্যাচের জন্য মাত্র দুটি শ্রেণীকক্ষ রয়েছে। যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে শ্রেণীকক্ষের অভাবে ছাত্রছাত্রীদের প্রায়ই বারান্দায় ঘোরাঘুরি করতে হয়। অন্য বর্ষের ক্লাস শেষ হলে তারা শ্রেণীকক্ষে ঢোকার সুযোগ পান। বাধ্য হয়ে তাদের প্রায়ই সেমিনার লাইব্রেরিতেও ক্লাস করতে হয়। বর্তমানে বিভাগটির ৮টি ব্যাচের জন্য মাত্র ৫টি শ্রেণীকক্ষ রয়েছে। ওই বিভাগের সভাপতি মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন বলেন, আমাদের বিভাগে ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে ক্লাস করছে তা এক কথায় অমানবিক।

আরবি ও ফার্সি বিভাগে ৫টি ব্যাচের জন্য মাত্র একটি বড় শ্রেণীকক্ষ রয়েছে। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ৭টি ব্যাচের জন্য মাত্র ২টি শ্রেণীকক্ষ রয়েছে।

জীববিজ্ঞান অনুষদের ৮টি বিভাগের মধ্যে ৬টি বিভাগেই তীব্র শ্রেণীকক্ষ সংকট বিরাজ করছে। প্রাণ রসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগটিতে ৮টি ব্যাচ থাকলে শ্রেণীকক্ষ রয়েছে মাত্র ৪টি। মাইক্রোবায়োলজি বিভাগেও চলছে তীব্র শ্রেণীকক্ষ সংকট। বিভাগের ৫টি ব্যাচের জন্য মাত্র ২টি শ্রেণীকক্ষ রয়েছে। ফলে বাধ্য হয়ে শিক্ষার্থীদের ল্যাবে ক্লাস করতে হচ্ছে। মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগটিকে বাণিজ্য অনুষদ ভবনের ৩টি শ্রেণীকক্ষ বরাদ্দ দেয়া হলেও বিভাগটিতে ৮টি ব্যাচ রয়েছে। ফলে বাধ্য হয়ে বড় শ্রেণীকক্ষগুলোতে হার্ডবোর্ডের পার্টিশন দিয়ে তাদের শ্রেণীকক্ষ ও ল্যাবকক্ষ বানাতে হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ৪টি ব্যাচের জন্য বাণিজ্য অনুষদ ভবনে মাত্র একটি শ্রেণীকক্ষ রয়েছে। ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা এবং মনোবিজ্ঞান বিভাগেও একই অবস্থা বিরাজ করছে।

আইন বিভাগে ৫টি ব্যাচের জন্য ৫টি ছোটবড় শ্রেণীকক্ষ থাকলেও সবগুলোতে সব ছাত্রছাত্রী একসঙ্গে বসতে পারেন না। বিজ্ঞান অনুষদে ৬টি ব্যাচ থাকলেও মাত্র ৫টি শ্রেণীকক্ষ রয়েছে। সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ৪টি ব্যাচ থাকলেও ২টি শ্রেণীকক্ষ রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে দীর্ঘদিন ধরেই এ শ্রেণীকক্ষ সংকট বিরাজ করছে। অথচ অনেক বিভাগে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষও রয়েছে। শিক্ষক শিক্ষার্থীরা অবিলম্বে দ্বিতীয় কলা ভবন এবং জাতীয় বিজ্ঞান অনুষদ দ্রুত নির্মাণের দাবি জানান।